দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের গড়িমসি

উন্নীত বেতন স্কেলের ঘোষণা আছে অর্থবরাদ্দ আছে নেই বাস্তবায়ন

মোঃ আবদুর রহিম

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ ২০০৫-এর জাতীয় বেতন স্কেল অনুসারে অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রাইভার, স্টেনোগ্রাফার, কৃষি কর্মচারী এবং উচ্চমান সহকারীদের চাইতে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫ এবং ৮টি নিম্নস্কেলে বেতন পাচ্ছেন। অবাস্তব অথচ এ সত্য বিষয়টি প্রকাশিত হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষকদের পৃঃ ১১ঃ কঃ ৪

উন্নীত বেতন স্কেলের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বেতন স্কেল উন্নীত করার ঘোষণা দিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রায় ৬১ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে ফাইল পাঠায়। উক্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা করে অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নীত স্কেল বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকাসহ ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। এ বরাদ্দ দেয়ার সাথে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নীত বেতন স্কেল নির্ধারণের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। ফলে ২০০৬ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীত করার ঘোষণা দেয়ার পর ১৪ মাস অতিবাহিত হলেও সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ অদ্যাবধি উন্নীত বেতন স্কেলের মুখ দেখেনি। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে একাধিকবার দাবী উত্থাপিত হলেও উন্নীত বেতন স্কেল দেয়ার বিষয়ে গত ১৪ মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মধ্যে ২৫ দফা ফাইল আদান-প্রদান হয়েছে। হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে কয়েকবার উচ্চ ধাপে বেতন নির্ধারণের সুপারিশও দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ও কয়েকবার ২০০৫-এর জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে এসআরও জারির মাধ্যমে শিক্ষকদের উন্নীত বেতন স্কেলের ব্যাখ্যাদানের সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাগম-এর প্রস্তাবিত উন্নীত বেতন স্কেল কার্যকর করার জন্য ৬০ কোটি ৯২ লাখ টাকার সংস্থেষও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রাগমের প্রস্তাবিত উন্নীত বেতন স্কেলের কয়েক ধাপ নিম্নে বেতন স্কেল ঘোষণা করে অর্থ মন্ত্রণালয় ৬০ কোটি ৯২ লাখ টাকার স্থলে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। এরপরও উন্নীত বেতন স্কেল নির্ধারণের ব্যাখ্যা দিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যমূলক গড়িমসির কারণে প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এ বিষয়টি সুরাহা করতে অবিলম্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠক অনুষ্ঠান জরুরী। আর তা হলেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অহেতুক গড়িমসির কারণ উদঘাটিত হবে এবং বিষয়টির নিষ্পত্তি হতে পারে।